

الْقُلُوبِ ۝ ٩٣ الشَّحْ

৭০৩

২০

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا الْإِيتَاءُ وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
وَالصُّحُفِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۝
وَلَا يَخْرُجُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝ أَلَمْ يَجْعَلْكَ يَتِيمًا فَآوَى ۝ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۝ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ۝ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝ وَوَضَعْنَا عَنَّا وِزْرَكَ ۝
الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

(১৯) এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না। (২০) তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অনুেষণ ব্যতীত। (২১) সে সন্তুষ্টি লাভ করবে।

সূরা আদ-দোহা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ১১।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু —

- (১) শপথ পূর্বাক্ষর, (২) শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, (৩) আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি। (৪) আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। (৫) আপনার পালনকর্তা সন্তুষ্টি আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (৬) তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। (৭) তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। (৮) তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃশ্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। (৯) সুতরাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না; (১০) সওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না (১১) এবং আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।

সূর আল-ইনশিরাহ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ৮।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু —

- (১) আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি? (২) আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা, (৩) যা ছিল আপনার জন্যে অতিশয় দুঃসহ। (৪) আমি আপনার আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছি। (৫) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৬) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৭) অতএব, যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন। (৮) এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর সাথেই সম্পর্কশীল আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى — অর্থাৎ, যেসব গোলামকে হযরত আবুবকর (রাঃ) প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন, তাদের কোন সাবেক অনুগ্রহও তাঁর উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরূপ করা যেত; বরং — তাঁর লক্ষ্য মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অনুেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না।

মুস্তাদরাক হাকিমে হযরত যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) —এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোন মুসলমানকে কাকের মালিকের হাতে বন্দী দেখলে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন। এ ধরনের মুসলমান সাধারণঃ দুর্বল ও শক্তিহীন হত। একদিন তাঁর পিতা হযরত আবু কোহাফা বললেন : তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্তই করে দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহসী গোলাম দেখে মুক্ত করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে সে শত্রুর হাত থেকে তোমাকে হেফাযত করতে পারে। হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন : কোন মুক্ত করা মুসলমান দ্বারা উপকার লাভ করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই তাদেরকে মুক্ত করি। — (মাযহারী)

وَلَسَوْفَ يَرْضَى — অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই তার ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং পার্থিব উপকার চায়নি, আল্লাহ তাআলাও পরকালে তাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং জান্নাতের মহা নেয়ামত তাকে দান করবেন। এই শেষ বাক্যটি হযরত আবুবকর (রাঃ) —এর জন্যে একটি বিরাট সুসংবাদ। আল্লাহ তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন —এ সংবাদ দুনিয়াতেই তাঁকে শোনানো হয়েছে।

সূরা আদ-দোহা

এই সূরা অবতরণের কারণ সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) —এর একটি অংশুলীতে আঘাত লেগে রক্ত বের হয়ে পড়লে বললেন :

অর্থাৎ, তুমি তো একটি অংশুলীই; যা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তুমি যে কষ্ট পেয়েছ, তা আল্লাহর পথেই পেয়েছ। (কাজেই দুঃখ কিসের।) এ ঘটনার পর কিছু দিন জিবরাঈল ওহী নিয়ে আগমন করলেন না। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মদকে তার আল্লাহ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে সূরা আদ-দোহা অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে বর্ণিত জুনদুব (রাঃ) —এর রেওয়ায়েতে দু'এক রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্যে না উঠার কথা আছে —ওহী বিলম্বিত হওয়ার কথা নেই। তিরমিযীতে তাহাজ্জুদের জন্যে না উঠার উল্লেখ নেই, শুধু ওহী বিলম্বিত হওয়ার উল্লেখ আছে। বলাবাহুল্য, উভয় ঘটনাই সম্ভব হতে পারে বিষয় উভয় রেওয়ায়েতে কোন বিরোধ নেই। বর্ণনাকারী হয়তো এক সময়ে এক ঘটনা এবং অন্য সময়ে অন্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রেওয়ায়েতে আছে যে, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রসূলুল্লাহ (সাঃ) —এর বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালিয়েছিল। ওহী বিলম্বিত হওয়ার

তৃতীয় নির্দেশ : **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** - শব্দের অর্থ কথা বলা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের সামনে আল্লাহর নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করুন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটাও এক পন্থা। এমনকি একজন অন্যজনের প্রতি যে অনুগ্রহ করে, তারও শোকর আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের শোকর আদায় করে না, সে

আল্লাহ তাআলারও শোকর আদায় করে না।—(মাযহারী)

সূরা দোহা থেকে কোরআনের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার সাথে তকবীর বলা সুনত। শায়েখ সালাহ মিসরীর মতে, এই তকবীর হল
لا اله الا الله والله اكبر —(মাযহারী)

ইবনে কাসীর প্রত্যেক সূরা শেষে এবং বগভী (রহঃ) প্রত্যেক সূরার শুরুতে তকবীর বলা সুনত বলেছেন।—(মাযহারী) উভয়ের মধ্যে যাই করা হবে, তাতে সুনত আদায় হয়ে যাবে।

সূরা দোহা থেকে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সূরায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ নেয়ামত ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং কয়েকটি সূরায় কেয়ামত ও তার অবস্থাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন মহান এবং যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। এই বিষয়বস্তু দ্বারাই কোরআন পাক শুরু করা হয়েছে এবং সেই সন্তার মাহাত্ম্য বর্ণনা দ্বারা শেষ করা হয়েছে, যার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরা আল-ইনশিরাহ

সূরা যোহার শেষে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা যোহা থেকে শেষ পর্যন্ত বাইশটি সূরায় বেশীর ভাগ রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি নেয়ামত ও তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মাত্র কয়েকটি সূরায় কেয়ামতের অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য সূরা ইনশিরাহও রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে এবং এ বর্ণনায়ও সূরা যোহার ন্যায় জিজ্ঞাসাবোধক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে।

الْوَنُشْرُكَ لَكَ صَدْرَكَ - شرح শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা। জ্ঞান, তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্যে বক্ষকে প্রশস্ত করে দেয়ার অর্থে বক্ষ উন্মুক্ত করা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্য এক আয়াতে আছে تَنْبُتُ يَرْزُقُ اللَّهُ - রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর পবিত্র বক্ষকে আল্লাহ তাআলা জ্ঞান, তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্যে এমন বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন যে, বিশ্ববিখ্যাত কোন পণ্ডিত-দার্শনিকও তাঁর জ্ঞান-গরিমার ধারে কাছে পৌছতে পারেনি। এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টির প্রতি তাঁর মনোনিবেশ আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোনিবেশে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করত না। কোন কোন সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর আদেশে বাহ্যতঃ ও তাঁর বক্ষ বিদারণ করে পরিস্কার করেছিল। কোন কোন তফসীরবিদ এস্থলে বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ সে বক্ষ বিদারণই নিয়েছেন।—(ইবনে-কাসীর)

وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ - এর শাব্দিক অর্থ বোঝা আর ظهر - এর শাব্দিক অর্থ কোমর ভেঙ্গে দেয়া। অর্থাৎ, কোমরকে নুইয়ে দেয়া। কোন বড় বোঝা কারও মাথায় তুলে দিলে যেমন তার কোমর নুয়ে পড়ে, তেমনি আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে বোঝা আপনার কোমরকে নুইয়ে দিয়েছিল, আমি তাকে আপনার উপর থেকে অপসারিত করে দিয়েছি। সে বোঝা কি ছিল, তার ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, নবুওয়তের প্রথমদিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর উপর ওহীর প্রতিক্রিয়াও গুরুতররূপে দেখা দিত। তদুপরি সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার করা এবং কুফর ও শিরকের বিলোপ সাধন করে সমগ্র মানব জাতিকে তওহীদে একত্রিত করার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল।

এসব ব্যাপারে আদেশ ছিল فَاسْتَوُوا كَمَا أُرْسِلْتُمْ - অর্থাৎ, আপনি

আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী সরল পথে অটল থাকুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই গুরুভার তিলে তিলে অনুভব করতেন। এক হাদীসে আছে, তাঁর দাঁড়ির কতক চুল সাদা হয়ে গেলে তিনি বললেন : فَاسْتَوُوا كَمَا أُرْسِلْتُمْ - এই আয়াত আমাকে বুড়া করে দিয়েছে।

এই বোঝাকেই তাঁর অন্তর থেকে সরিয়ে দেয়ার সুসংবাদ এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। একে সরানোর পন্থা পরের আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আপনার প্রত্যেক কষ্টের পর স্বস্তি আসবে। আল্লাহ তাআলা বক্ষ উন্মুক্ত করার মাধ্যমে তাঁর মনোবল আকাশচুম্বী করে দেন। ফলে প্রত্যেক কঠিন কাজই তাঁর কাছে সহজ মনে হতে থাকে এবং কোন বোঝাই আর বোঝা থাকেনি।

وَوَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ - রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর আলোচনা উন্নত করা এই

যে, ইসলামের বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মসমূহে আল্লাহর নামের সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়। সারা বিশ্বের মসজিদসমূহের মিনারে ও মিন্বরে আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাথে সাথে 'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ' বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশ্বের কোন জ্ঞানী মানুষ তাঁর নাম সন্মান প্রদর্শন ব্যতীত উচ্চারণ করে না, যদিও সে অমুসলমান হয়।

এখানে তিনটি নেয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে—شرح صدر (বক্ষ উন্মোচন) وضع وزر (বোঝা লাঘবকরণ) ও رفع ذكر (আলোচনা উন্নতকরণ)। এগুলোকে তিনটি বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বাক্যে কর্তা ও কর্মের মাঝখানে لك অথবা عنك ব্যবহার করা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব কাজ আপনার খাতিরেই করা হয়েছে।

وَإِن مَّعَ الْعُسْرَيْنِ إِإْن مَّعَ الْعُسْرَيْنِ - আরবী ভাষার একটি

নীতি এই যে, আলিফ ও লামযুক্ত শব্দকে যদি পুনরায় আলিফ ও লাম সহকারে উল্লেখ করা হয়, তবে উভয় জায়গায় একই বস্তুসত্তা অর্থ হয়ে থাকে এবং আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে পুনরায় উল্লেখ করা হলে উভয় জায়গায় পৃথক পৃথক বস্তুসত্তা বোঝানো হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে الْعُسْرَيْنِ শব্দটি যখন পুনরায় الْعُسْرَيْنِ উল্লেখিত হয়েছে, তখন বোঝা গেল যে, উভয় জায়গায় একই عسر অর্থাৎ, কষ্ট বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে يُسْرًا শব্দটি উভয় জায়গায় আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে উল্লেখিত হয়েছে এতে নিয়মানুযায়ী বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় يسر তথা স্বস্তি প্রথম يسر তথা স্বস্তি থেকে ভিন্ন। এতএব আয়াতে وَإِن مَّعَ الْعُسْرَيْنِ إِإْن -এর পুনরুল্লেখ থেকে জানা গেল যে, একই কষ্টের জন্যে দু'টি স্বস্তির ওয়াদা করা হয়েছে। দু'এর উদ্দেশ্যও এখানে বিশেষ দু'এর সংখ্যা নয়; বরং উদ্দেশ্য অনেক। অতএব সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর একটি কষ্টের সাথে তাঁকে অনেক স্বস্তি দান করা হবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে এই আয়াত থেকে দু'টি সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং বলেছেন, لن يغلب عسر يسرين, এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর প্রবল হতে পারে না। সেমতে মুসলমান অমুসলমানদের লিখিত সব ইতিহাস ও সীরাতে গ্রহ্য সাক্ষ্য দেয় যে, যে কাজ কঠিন থেকে কঠিনতর বরং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হত, রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর জন্যে সে কাজ সহজতর হয়ে গিয়েছিল।